IEDCR

চিকুনগুনিয়া বুলেটিন

সংখ্যা ৩৮ তারিখঃ ৯ আগষ্ট ২০১৭ বুধবার

আইইডিসিআর-এ কৃষ্ণমূর্তি'র আলোচনা

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডাব্লুএইচও) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া কার্যালয় হতে আগত কীটতত্ত্ব পরামর্শক জনাব কে. কৃষ্ণমূর্তি আজ আইইডিসিআরে পরিচালক অধ্যাপক মীরজাদী সেব্রিনা ফ্লোরা'র সাথে তার বাংলাদেশ সফরের খসড়া প্রতিবেদন ও সুপারিশ নিয়ে আলোচনা করেন। বাংলাদেশের জন্য একটি সমন্বিত ভেক্টর ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে তিনি বাংলাদেশের কীটতত্ত্ববিদ, রোগতত্ত্ববিদ ও অন্যান্যদের সাথে কাজ করছেন এবং মাঠ পর্যায়ে ঢাকা মহানগর, চট্টগ্রাম মহানগর, নরসিংদী পৌর এলাকা ও শিবপুর গ্রামাঞ্চলে কর্মতৎপরতা প্রত্যক্ষ করেছেন ও এডিস মশা সন্ধান করেছেন।

আইইডিসিআর-এ আলোচনাকালে জনাব কৃষ্ণমূর্তি যে সব বিষয়ে তুলে ধরেন, সংক্ষেপে তা হলঃ (১) চিকুনগুনিয়া ভাইরাস সংক্রমণ দেশের ভেতর থেকেই (indigenous) হয়েছে; (২) পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে চিকুনগুনিয়া সংক্রমিত এডিস মশা নির্মূল করতে হবে; (৩) মশা নির্মূলে রাসায়নিক ব্যবহার করতে হবে; (৪) মশা নির্মূলে ব্যবহৃত রাসায়নিকের মান নিয়ন্ত্রণ করতে হবে; (৫) শুধু হাতে বহন করা ফগার শহরাঞ্চলে মশা নিধন করার জন্য যথেষ্ট নয়, গাড়ীতে বহন করা স্প্রে মেশিন দিয়ে দ্রুত শহরাঞ্চলে মশা নিধনের কাজ করতে হবে; (৬) স্প্রে করবার সময় ঘরের দরজা-জানালা খুলে রাখতে হবে, যেন মশা নিধনকারী রাসায়নিক ঘরের ভেতরে প্রবেশ করে এডিস মশা (বিশেষ করে এ. ঈজিপ্টি) ধ্বংস করতে পারে; (৭) শহরাঞ্চলে অন্ততঃ প্রতি সপ্তাহে একবার গাড়ীতে করে ফগিং করতে হবে; (৮) চিকুনগুনিয়া রোগের প্রাদুর্ভাবের রোগতাত্ত্বিক তথ্যের ভিত্তিতে এলাকা নির্বাচন করে অগ্রাধিকার দিয়ে ফগিং করতে হবে; (৯) ফগিং করতে হবে সকাল ৭:০০-৮:৩০টা ও বিকেল ৫:০০-৭:৩০টার মধ্যে, যখন এডিস মশা মানুষকে দংশন করে; (১০) মশা নিধনে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা অনুমোদিত রাসায়নিক ব্যবহার করা উচিত; (১১) জনসচেতনতা'র জন্য যে সব বার্তা প্রচার করা প্রয়োজনঃ ক. প্রতি ২-৩ দিন অন্তর ঘরে/বাইরে জমিয়ে রাখা পানি বদলাতে হবে; খ. সপ্তাহে অন্ততঃ একদিন ঘরে ও আশেপাশে পানি জমতে পারে এমন আধার (যেমন: ফেলে দেয়া কৌটা, টায়ার, ডাবের খোসা ইত্যাদি) ডাস্টবিনে ফেলতে হবে; গ. সপ্তাহে অন্ততঃ দু'বার সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভার সাথে সমন্বয় করে শহরবাসীগণ মহল্লাভিত্তিক সমিতির মাধ্যমে বর্জ্য পরিষ্কার অভিযান চালাবেন; (১২) ঢাকা সিটি উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে তিনটি করে এলাকা বাছাই করে চিকুনগুনিয়া রোগের রোগতাত্ত্বিক ও এডিস মশার কীটতাত্ত্বিক চৌকি নজরদারি (sentinel surveillance) চালু করা দরকার; (১৩) চিকুনগুনিয়া রোগের ঘটনা ভিত্তিক (event-based) নজরদারি চালু রাখা; (১৪) সারা বছরেই নজরদারি চালু রাখতে হবে, তবে বর্ষাকালে এটা বাড়াতে হবে; (১৫) শহরতলী এলাকাতে মশা নিধন কার্যক্রম জোরদার করতে হবে, এখানে হাতে বহন করা ফগার মেশিন দ্বারা কাজ চলবে; (১৬) মশার দংশন থেকে রক্ষা পাবার জন্য ব্যক্তিগত সুরক্ষা ব্যবস্থা (রিপেল্যান্ট, মশারী ইত্যাদি) গ্রহণের ওপর জোর দিতে হবে।

আলোচনায় আরো উপস্থিত ছিলেন আইইডিসিআর-এর পরামর্শক ড. মুশতাক হোসেন, ঊর্ধতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. এ এস এম আলমগীর ও ডা. কাজী আহমেদ জাকি, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা নুজহাত নাসরীন বানু; বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বাংলাদেশ এর জনাব মহিউদ্দিন প্রমুখ।

চিকুনগুনিয়া সর্বশেষ পরিস্থিতি

- চিকুনগুনিয়া নজরদারি (surveillance) কার্যক্রমের অংশ হিসেবে সম্ভাব্য রোগীদের আইইডিসিআর-এ আর-টি পিসিআর পরীক্ষা করা হচ্ছে। গত ৯ এপ্রিল হতে ৮ আগস্ট ২০১৭ পর্যন্ত আইইডিসিআর-এ প্রাপ্ত রক্তের নমুনা পরীক্ষায় নিশ্চিত চিকুনগুনিয়ায় আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৯৩৫ জনে।
- গত ১২ মে হতে অদ্যাবধি ঢাকা মহানগরের বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী হাসপাতালে চিকিৎসা নেয়া সম্ভাব্য চিকুনগুনিয়া ও চিকুনগুনিয়া পরবর্তী আর্থ্রালজিয়া রোগীর সংখ্যা ৯,৯৬৩ জন। যারা তথ্য দিচ্ছেনঃ আইইডিসিআর, সরকারী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল সমূহ (ঢাকা, মিটফোর্ড, সোহরাওয়ার্দী, মুগদা), বেসরকারী হাসপাতালসমূহ (ঢাকা শিশু, ইউনাইটেড, এপোলো, ডেল্টা, শহীদ মনসুর আলী ও অন্যান্য) এবং চিকিৎসকের চেম্বার।
- আইইডিসিআর হটলাইনে ঢাকা সহ সারা দেশ থেকে গত ৬ জুলাই থেকে ৯ আগস্ট বিকেল ৫টা পর্যন্ত সর্বমোট ফোনকল এসেছে ৩৩৫৪টি। এর মধ্যে সম্ভাব্য নতুন রোগী ১১৭২ জন ও পুরোনো রোগী ১৫৯২ জন। অবশিষ্ট ৬৯০ জন ফোনকলকারীগণ চিকুনগুনিয়া সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য জানতে চেয়েছেন।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হটলাইন ১৬২৬৩ নম্বরে স্বাস্থ্য বাতায়নে চিকুনগুনিয়া বিষয়ে ২৪ ঘন্টা তথ্য পাবেন।

চিকুনগুনিয়া সম্বন্ধে বিস্তারিত জানতে এই ওয়েবসাইট ভিজিট করুন- www.iedcr.gov.bd অথবা হটলাইনঃ ০১৯৩৭১১০০১১, ০১৯৩৭০০০০১১ ফোন করুন